তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ২

15

শিক্ষক ও কর্মচারী স্বল্পতা : লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে গৌরনদী কলেজে

গৌরনদী প্রতিনিধি

সরকারি গৌরনদী কলেজে দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষক ও কর্মচারী স্বল্পতা বিদ্যমান। বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে শিক্ষক না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য কোন আবাসিক ভবন আজও গড়ে উঠেনি এখানে। মান্ধাতার আমলের ভাঙাচোরা ঘরবাড়িতেই জোড়াতালি দিয়ে কোনমতে বসবাস করছেন অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীরা। কর্তৃপক্ষের নজর নেই সেদিকে। ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য এ কলেজে সরকারিভাবে কোন বাস প্রদান করা হয়নি। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে বিদ্যার্জন করতে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অত্র কলেজে বিভিন্ন বিভাগে ৫০টি স্থায়ী শিক্ষকের পদের মধ্যে শিক্ষক আছে মাত্র ৩৩ জন। দীর্ঘদিন যাবৎ ১৭ জন শিক্ষকের পদ খালি আছে। '৯৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর থেকে অত্র কলেজে অধ্যক্ষ নেই। উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। ৮ জন কর্মচারীর পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শুন্য রয়েছে। গৌরনদী কলেজে ৯৮ সাল থেকে ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলা হলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রতি বিভাগে ৭ জন শিক্ষকের দরকার হলেও শিক্ষক আছেন সর্বোচ্চ ৩ জন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে শিক্ষক ছাড়াই অনার্স কোর্স চলছে। রসায়নে আছে ২ জন, মৃত্তিকায় ৩ জন ও হিসাব বিজ্ঞানে ৩ জন। মোট ৮ জন শিক্ষক দিয়েই চলছে ৪টি বিভাগের অনার্স কোর্স। ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত গৌরনদী কলেজ ৮৪ সালে সরকারিকরণ করা হয়। বর্তমানে প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী এখানে অনার্স, ডিগ্রি ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে। কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফুল্ল কুমার রায় এ প্রতিনিধিকে জানান, শিক্ষক কর্মচারী স্বল্পতাসহ নানাবিধ সমস্যার কথা বারবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ নীরব।